হাস মুরগি পালন ও মৎস চাষে সফল নারী উদ্যোক্তা

রানোয়ারা বেগম নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদ থেকে ১০ কিঃমিঃ দুরে মূলদাইড় গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহীনি। স্বামী ছিলেন একজন ট্রাক ড্রাইভার। স্বামীর সামান্য আয়ে সংসার চালাতে তিনি হিমসিম খাচ্ছিলেন। কিন্তু তার ছিল উচ্চ আকাংক্ষা, যে তিনি তার ২ সন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। কিন্তু স্বামীর সামান্য আয়ে তিনি তার ইচ্ছা পুরন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি নিজে কিছু করবার চেষ্টা করতে থাকেন। ২০০২ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দমআক প্রকল্পের অধীন মূলদাইড় দঃ পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য হন। ২০০২ সালে দমআক প্রকল্প থেকে হাসমুরগি পালনের উপর সল্প মেয়াদী প্রশিক্ষন গ্রহন করে মাত্র ৪০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ছোট পরিসরে ১০০টি মুরগির খামার গড়ে তোলেন। তিনি তার দক্ষতা ও একাগ্রতা এবং বিআরডিবি কর্মকর্তাদের পরমর্শে আস্তে আস্তে অধীক ঋণ গ্রহন করে তিনি তার মুরগির খামারটিকে বড় করতে থাকেন।২০১১ সালে তিনি বিআরডিবির দমআক প্রকল্প থেকে ২৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে বাড়ীর পাশ্বে ২০ শতক পুকুর ২৫০০০/- টাকায় তিন বছরের জন্য লিজ গ্রহন করেন। তিনি পুকুরের উপর ১০০০ মুরগি ধারন ক্ষমতা সম্পন্য একটি মুরগির খামার গড়ে তোলেন।স্বামীকে ট্রাক ড্রাইভার থেকে সরিয়ে এনে খামারের সাথে যুক্ত করেন। মুরগির নার্সারির জন্য আলাদা ঘরের ব্যাবস্থা করেন। পুকুরে বিদেশী মাগুর মাছের চাষ করে বছরে ৮০০০০/- (আশি হাজার)টাকার মাছ বিক্রয় করেন।পোল্টি শিল্পের এই দুঃদিনেও নারী উদ্যোক্তা হিসাবে এলাকায় ব্যাপক প্রসংশিত হন। তার দেখাদেখি এলাকায় অনেকে হাস মুরগি পালনে উৎসাহিত হয়েছেন। ২০১৩ সালে পুনরায় ২৫০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে একটি গাভী ক্রয় করেছেন।গাভী, পল্টি খামার ও মাছ চাষ দেখার পাশাপাশি তিনি এক ছেলেকে খুলনায় হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করাচ্ছেন এবং ছোট ছেলে নড়াইল কিল্ডার গার্ডেনে পড়ছে।

বিআরডিবির মাধ্যমে সমবায় কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করে নিজস্ব পুজি গঠন ও ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা গ্রহন করে প্রকল্পের কর্মকর্তা /কর্মচারীদের সঠিক পরমর্শ গ্রহন করে আয় বদ্ধক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রানোয়ারা বেগম জীবনে এনেছেন প্রত্যাশিত পরিবর্তন।

তিনি আরো উন্নত প্রশিক্ষন ও অধীক ঋণ সুবিধা প্রত্যাশা করেন।

সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
IRES PPW-BRDB
নড়াইল সদর, নড়াইল।